Information and translation provided in good faith and correct at time of reviewing

Epidural Information Card - Bengali

চেতনানাশক তথ্য কার্ড

প্রসববেদনায় চেতনানাশক প্রয়োগ – আপনার যা যা জানা প্রয়োজন

এটি একটি সারাংশ। প্রসববেদনায় ব্যথামুক্তি অংশে আরও বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া আছে। যদি আপনার কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার চেতনানাশক বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করুন।

আপনার চেতনানাশক প্রয়োগ প্রণালী:

- আপনার শিরায় প্রবেশ করানোর জন্য একটি নল স্থাপন করা হবে এবং তাতে সামান্য একটু রক্তক্ষরণ হতে পারে।
- যখন চেতনানাশক প্রদান করা হবে, তখন আপনার স্থির থাকাটা জরুরি। যদি কোনো টান বা সংকোচন**অনুভব করে থাকেন তাহলে আপনার চেতনানাশক বিশেষজ্ঞকে সাথে সাথে অবহিত করুন।**
- সাধারণত এটি সংস্থাপিত হতে ২০ মিনিট এবং কাজ করতে ২০ মিনিট সময় নেয়।
- কিছু চেতনানাশক সম্পূর্ণরূপে কাজ করে না এবং সেগুলোকে ঠিক করে নিতে হয় কিংবা প্রতিস্থাপিত করতে হয়।

চেতনানাশক প্রয়োগের সুবিধাসমূহ:

- সাধারণত ব্যথামুক্তির ক্ষেত্রে দারুণ কাজ করে।
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটি দ্রুততর ফলাফলের জন্য প্রথমেই মেরুদন্ডে দেয়া হয়।
- কোনো ডোজ কিংবা স্থানীয় চেতনানাশক মাঝে মাঝে পরিবর্তন করে দেওয়া হয় যেটা আপনাকে বিছানার আশেপাশে হাঁটাচলার মতো ক্ষমতা প্রদান করবে। এগুলোকে বলা হয় স্বল্পমাত্রার (অথবা দ্রুত পরিবর্তনশীল) চেতনানাশক।
- সাধারণভাবে, চেতনানাশক আপনার শিশুর কোনো ক্ষতি করবে না।
- জরুরি অবস্থায় এটি সিজারিয়ানদের জন্য সর্বোচ্চভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

চেতনানাশকের ক্ষেত্রে আপনার সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ:

- শক্তিশালী স্নায়ুভিত্তিক চেতনানাশক সর্বোচ্চসীমায় ব্যবহারের ফলে সাময়িকভাবে পায়ের দুর্বলতা দেখা দিতে পারে এবং এছাড়াও এর ফলে ফর্সেপস্ অথবা ventouse এর ডেলিভারির ঝুঁকি বাড়ে।
- এই চেতনানাশকের ফলে প্রসববেদনার দ্বিতীয় স্তর কিছুটা বিলম্বিত হতে পারে।
- আপনার হয়তো এই চেতনানাশক নেবার ফলে নিম্ন-রক্তচাপের সমস্যা, চুলকানি কিংবা জ্বরের সমস্যা শুরু হতে পারে।
- চেতনানাশক প্রয়োগস্থান কিছুটা নরম হয়ে থাকতে পারে, তবে সেটা সাময়িকভাবে কেবল কিছু দিনের জন্য। পিঠে ব্যথার জন্য এই চেতনানাশকের ভূমিকা নেই কিন্তু কোনো গর্ভাবস্থার পরে সাধারণত এটি হয়।

প্রসববেদনা কমাতে ব্যবহৃত কোনো চেতনানাশক কিংবা স্পাইনাল ব্যবহারে সম্ভাব্য ঝুঁকির পরিমাণ:

ঝুঁকির ধরন	কতক্ষন পর পর এটা ঘটে?	এটি কতটুকু প্রচলিত?
রক্তচাপের গতি উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়	প্রতি ৫০ জন নারীর মধ্যে একজনের হয়	অনিয়মিত
প্রসববেদনা কমানোতে তেমন কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে না সুতরাং আপনাকে অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বন করে দেখতে হতে পারে	প্রতি ৮ জন নারীর মধ্যে একজনের হয়	প্রায়শই ঘটে থাকে
একজন সিজারিয়ানের ক্ষেত্রে এটি ভালোভাবে কাজ করছে না সুতরাং আপনাকে সাধারণ চেতনানাশক নিতে হবে	প্রতি ২০ জন নারীর মধ্যে একজনের হয়	মাঝে মাঝে হয়ে থাকে
তীব্র মাথাব্যথা	প্রতি ১০০ জন নারীর মধ্যে একজনের হয়(চেতনানাশক) প্রতি ৫০০ জন নারীর মধ্যে একজনের হয় (স্পাইনাল)	বিরল
স্নায়ু বিকল হয়ে যাওয়া (পা অথবা পায়ের পাতায় অসাড়তা বোধ করা কিংবা পায়ে দূর্বলতা বোধ করা)	সাময়িক- প্রতি ১,০০০ জন নারীর মধ্যে একজনের হয়	বিরল
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ৬ মাসের অধিক স্থায়ী হয়	স্থায়ী- প্রতি ১৩,০০০ জন নারীর মধ্যে একজনের হয়	বিরল
চেতনানাশকের ফলে সৃষ্ট ফোঁড়া (সংক্রমণ সৃষ্টি)	প্রতি ৫০,০০০ জন নারীর মধ্যে একজনের হয়	খুবই বিরল
মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ	প্রতি ১০০,০০০ জন নারীর মধ্যে একজনের হয়	খুবই বিরল
চেতনানাশকের ফলে রক্ত জমে যাওয়া (রক্ত জমাট বাঁধা)	প্রতি ১৭০,০০০ জন নারীর মধ্যে একজনের হয়	খুবই বিরল
দূর্ঘটনাবশত জ্ঞান হারিয়ে ফেলা	প্রতি ১০০,০০০ জন নারীর মধ্যে একজনের হয়	খুবই বিরল
প্রচন্ডভাবে আহত হওয়া, এর মধ্যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পরাও অন্তর্গত	প্রতি ২৫০,০০০ জন নারীর মধ্যে একজনের হয়	ভীষণ রকমের বিরল

সকল প্রকাশিত নথিপত্র থেকে সংগৃহীত সকল উল্লিখিত তথ্যাবলী সম্পূর্ণরূপে এ সকল ঝুঁকির ব্যাপারে একদম নিখুঁত হিসাব প্রদান করে না। উপরে প্রদর্শিত সকল সংখ্যার হিসেব অনুমাননির্ভর এবং একেক হাসপাতালে এর চিত্র একেক রকম হতে পারে।